

কোমল-কবিতা।

প্রথম ভাগ।

সবু গোহায়েদার

ঐনহেমনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত।

রাণাঘাট—হিজলী।



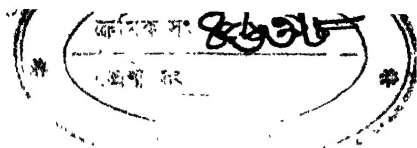
কাটোয়া এড্‌ওয়ার্ড প্রেসে,

প্রিয়োতিঃপ্রসাদ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—:0:—

সং ১৩১৭ সাল।

মূল্য ১০ চারি আনা।



সরস্বতী বন্দনা ।

—:o:—

নমি দেবি, তব পদে মাতঃ বীণাপাণি,
 মাতঃ তুমি নারায়ণী মোক্ষ বিধায়িনী ।
 সারদা, বরদা তুমি জ্ঞান প্রদায়িনী,
 কালিদাস বরপুত্র তোমার জননি !
 কনলবাসিনি, নমি শ্রীপদে তোমার,
 দেহ মা যুগল পদ হৃদয়ে আমার ।
 না জ্ঞান ভকতি স্তুতি, অতি যুতমতি,
 কৃপা না করিলে মাতঃ, নাহি মম গতি ।
 নিজ গুণে কৃপা করি পুর' অভিলাষ,
 জীবনে মরণে যেন হই তব দাস ।

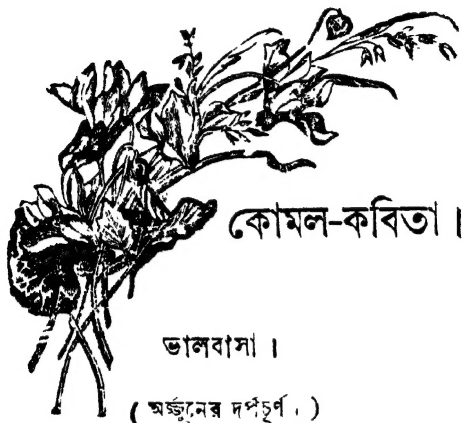


গণেশ বন্দনা ।

—:0:—

নমি দেব গজানন, বাজী-কল্লতরু ।
বাস আদি ঋষিদের যিনি হম গুরু ॥
ভারতাদি মগ গ্রন্থ লিখন তাঁহার ।
সদা হার জিহ্বা পরে বাস সারদার ॥
নম প্রতি দধী কর, হে বিশ্ব-নাশন ।
শক্তির হৃদয় ধন, মুবিক বাধন ॥
নিজ গুণে দধী বর এ মুঢ় জনেরে ।
তব কৃপাবলে যেন বাই ভবপারে ॥





কোমল-কবিতা ।

ভালবাসা ।

(অৰ্জুনের দর্পচূর্ণ ।)

সুদাউ লোকেরে আমি 'ভালবাস কা'কে' ?

কেহ বলে পুত্র কত্না, কেহ বলে মা'কে ।

কেহ বলে বন্ধু কিম্বা ধনে ভালবাসি,

কেহ বলে প্রণয়ীয়ে ভালবাসি বেশী ।

মহেন্দ্র যে ভালবাসে একমাত্র তাঁকে ;

নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম বলে থাকে ।

অগ্ন্যর-স্বাবর-অঙ্গম-সিন্ধু আদি,

দুর্নিগবে সর্বত্র প্রেমে ভালবাস যদি ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু দেখাটতে পারি ;
 নিবেদন সুধীগণে ;—দেখ দৃষ্টি করি ।
 নব-নারায়ণ দৌড়ে অর্জুন শ্রীঃরি
 পালেন পাণ্ডবে সদা, বহু যত্ন করি ।
 অর্জুন ভাবেন বাসুদেবে ভালবাসি,
 সে গর্ষ নাশিতে কৃষ্ণ হৈলা অভিশাষী ।
 এক দিন বাসুদেব কহেন অর্জুনে,
 ‘সল, যাই ছুই জনে প্রাস্তর ভ্রমণে ।’
 এট বলি সঙ্গে করি অর্জুনে লইয়া
 চলিলেন বহু দূর ভ্রমণ করিয়া ।
 অধ্যাত্ম সময় হ’ল, প্রশস্ত প্রাস্তর
 প্রস্তুত ভাস্কর তাপে দগ্ধ কলেবর ।
 অদীম প্রাস্তর নাহি মানবের লেশ,
 দম্বাত্ত অর্জুন ক্ষুধা-কাতর বিশেষ ।
 কহিলেন ভগবানে দৃঢ়তা কর তরি,
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বুঝি এবে আমি মরি ।
 এই কথা শুনি কৃষ্ণ হাসি মনে মনে,
 অই দেখ অট্টালিকা কহেন অর্জুনে ।
 মায়াতে অপূৰ্ণ পুরী নির্মাণ করিলা,
 নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ তাহে সাজাইলা ।

গৃহস্থানী, দাস দাসী আছয়ে সকল ;
 রাজার বাটীর মত সব অধিকল ।
 দিব্য পুরী পেয়ে দৌহে প্রবেশে ভিতর ;
 অর্জুন অবাক দেখি পুরী মনোহর ।
 গৃহস্থানী আসিয়া অতিথি সেবা করে ;
 শুলীতল দ্রব্য আর দ্রব্য ধরে ধরে ;
 চর্য্য চোষ্য লেহ্য পেয়ে হরষিত মন ;
 ক্রান্তি শান্তি করি দৌহে কথোপকথন ।
 বিশ্রামের তরে শয্যা প্রস্তুত করিয়া
 রাখিয়াছে গৃহস্থানী দিবা সাজাইয়া ।
 তত্পরি দুইজন শয়ন করিলা ;
 চারি খানি খড়া পার্শ্ব দেখিতে পাইলা ।
 স্নেহেতে আবদ্ধ খড়া উপরে ঝুলিছে,
 সশঙ্ক অর্জুন,—ছিঁড়ে পড়ে বুঝি পাছে !
 নিদ্রা নাহি যায় পার্শ্ব হ'য়ে অতি ভীত,
 যদি ছিঁড়ে, ইথে মম মরণ নিশ্চিত ।
 এইরূপ চিন্তা করি কৃষ্ণ পানে চায়,
 করহ বিহিত সগা, বিহিত যা' হয় ।
 কৃষ্ণ কন কি অদ্ভুত, অসি চারি খান
 ছিঁড়িলে নিশ্চয় যাবে দৌহার পরাণ ।

হেন কৰ্ম কেন কৈল গৃহস্বামী বল,
 ডাকিয়া জানিতে হবে কারণ সকল ।
 এত বলি ডাকিলেন গৃহ অধিকারী ।
 বাস্তব হ'য়ে গৃহস্বামী আসে তাড়াতাড়ি ।
 "কি হেতু এমন কৰ্ম করিয়াছ বল,
 আছে কি তোমার মনে কিছু ছল ?"
 গৃহস্বামী বলে "প্রভু নিবেদিত চরণে,
 চারি খানি অসি রাখি পাষণ্ড মারণে ।"
 কৃষ্ণ কন "কে পাষণ্ড নাম কর তার ।"
 "প্রথম পাষণ্ড হয়, বলি নাম যার ।"
 শুনিয়া বলির কথা, পার্থ মনে ভাবে,
 হরি প্রেমে পূর্ণ সে পাষণ্ড হ'ল কবে !
 পার্থ কন হেন কথা মনে নাহি আসে :
 ধর্ম হেতু সর্বহ্যাগী, হরি ভালবাসে ।
 স্বামী কন এই কথা সত্য কভু নব ;
 ভালবাসা জনকে কি কষ্ট দিতে হয় ?
 ভালবাসা জনে সযতনে রাখে যেই,
 জানিলাম ভাল, ভালবাসা জানে সেই !
 বলিরাজা সিংহাসনে বসি রাজ্য করে ;
 হরিকে কলিল দ্বারী আপনার দ্বারে ।

এই তার ভালবাসা—কোথা শিখেছিল ?
 সে পাষণ্ড নয় তবে পাষণ্ড কে বল ?
 অর্জুন কহিল পুনঃ দ্বিতীয় কে বল ।
 “হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ প্রবল ।”
 শুনি চমৎকার কাণ্ড, প্রহ্লাদেয় কথা
 বালা হ’তে হরিভক্ত, মুখে হরি গাথা ।
 অজ্ঞ তুমি, বোধ কিছু নাহি হিতাহিত,
 প্রহ্লাদে পাষণ্ড বল ! একি বিপরীত ।
 কেননে সে ভালবাসে হরিকে বলনা ?
 হিরণ্য হরির শত্রু তা কি সে জানে না ?
 জানিয়া শত্রুর হাতে হরিকে বিলায় ;
 ভালবাসা জ্ঞানে শত্রু হাতে দেওয়া যায় ?
 নিম্নের জীবন ঘেত সেও ভাল ছিল ;
 ভালবাসা জ্ঞানে কেন শত্রু হাতে দিল ?
 নাহি জানে ভালবাসা, আমি তারে দেখি ;
 তাহার মরণ অজ্ঞ অসি.খানি রাখি ।
 শুনিয়া বিস্মিত হ’ল পার্থ মহাশয় ।
 তৃতীয় পাষণ্ড কেবা শুনি বিবরণ ।
 উত্তানপাদেয় পুত্র ঐব মহাশয়,
 তৃতীয় পাষণ্ড সেই কহিল নিশ্চয় ।

পার্থ কহে একি কথা শুনে পায় হাসি
 পঞ্চবর্ষ বয়সে সে হরি অভিলাষী ।
 তাহাকে পায়গু বল কেমন করিয়া ?
 শিশুকালে তপস্বী সে দেখে বিচারিয়া ।
 স্বামী কন তপ যাগ কিছু নাহি জানে ;
 হরিতত্ত্ব হয় সে শ্রুতি বাক্যধানে ।
 বিমাতা কহিল তাহে কোন্ কথ্য কলে
 ভবিবি রাজত্ব ও বসিবি রাজ্য কোলে ।
 তাই শুনি মনে তার ক্রোধ উপজিল,
 রাজ্য আশে ক্রব তাই হরি পূজিছিল ।
 নারদের উপদেশে হরিপদ পায় ;
 তপস্তার রীতি নীতি নারদ শিখায় ।
 কঠোর তপস্তা করি হরি প্রাপ্ত হ'ল ;
 রাজ্য করি, পরে ক্রব ক্রবলোকে গেল ।
 ক্রবের নামেতে ক্রবলোক সৃষ্টি হয় ।
 তবে কি হরির প্রতি ভালবাসা কর ৷
 হরিপদ ছেড়ে কেন ক্রবলোকে গেল ?
 একি তা'র ভালবাসা বিচারিয়া বল ।
 তা'হেই পায়গু মদ্যে গণি তায় আনি ।
 রাগিয়াছি আমি তাই—ক'ন গৃহস্থানী ।

অর্জুন তহেন পুনঃ, চতুর্থ কে বল ।
 স্বামী ক'ন তৃতীয় পাণ্ডব মহাবল ;
 চতুর্থ পাণ্ডব বলি বিচার করিয়া,
 রাণিয়াছি যত্নে অগ্নি দেপক তুলিয়া ।
 অর্জুন আবাক্ত তুনি কথা বিপরীত,
 পাণ্ডব কেমনে হ'ল কহ বিস্তারিত ।
 স্বামী ক'ন যুদ্ধকালে নিজে হয় রথী ;
 ভালবাসা জনে ক'রে রাণিল সারথি ।
 সন্ধান পুত্রিচা শত্রু মারে অগ্নি বাণ,
 সে অনলে দগ্ধ হয় সারথির প্রাণ ।
 অগ্নিতে সারথি কষ্টে পায়, পরে রথী,
 এই কি পার্থের হয় ভালবাসা রীতি ?
 ভালবাসি ব'লে মনে অহঙ্কার বরে !
 কষ্টে পা'ক্ ভালবাসা—নিজে পাছে মরে ।
 এমন পাণ্ডব কোথা দেখিবারে পাই ?
 আমি দেখি ভালবাসা কিছু তার নাই ।
 এ কারণে একখানি রাণিয়াছি অগ্নি,
 কাটিব তাহার মুণ্ড যাবে পাণ রাশি !
 ইহা বলি গৃহস্বামী গৃহে চলি গেল ।
 অর্জুন তখন কৃষ্ণে কহিতে লাগিল ।

বুকেছি তোমার চক্ষু ওহে চক্ষুধারী,
 অপরাধ ক্ষম মম করুণা বিতরি' !
 পরমাত্মা তুমি দেব সর্বভূতে স্থিতি ।
 অজ্ঞানেরে জ্ঞান দান এই তব রীতি ।
 কেবা বুকে তব লীলা, কেবা চিনে তোমা ।
 ওহে প্রভু দয়াময় কর মোরে ক্ষমা ।
 ভালবাসা করে বলে আমি নাহি জানি ।
 একমাত্র ভালবাসা তুমি অস্তুর্যামী ॥
 পঞ্চভূতে ভূতগণে সৃষ্টি কর তুমি ।
 আত্ম'রূপে তুমি দেহে রও দেহ-স্বামী ।
 নিরাকার সাকার তুমি হে নারায়ণ ।
 একমাত্র ভালবাসা বিরঞ্চির ধন ।
 তোমা ভিন্ন ভালবাসা এ জগতে নয় ।
 জানিলাম অতঃপর তুমি ব্রহ্মদয় ।



গর্গ মুনির উপদেশ ।

—:0:—

একদিন গর্গ মুনি ক্রিজাসে গার্গীয়ে,
কারে ভালবাস তুমি বল দেখি মোরে ।
হে সুলক্ষি ! উপদেশ আছে তব মনে,
জুনিতে বাসনা মম হ'য়েছে একণে ।
গার্গী কন ভালবাসি একমাত্র তোমা ;—
নারীর যে স্বামী হন ঈশ্বর-উপমা ।
তোমা ভিন্ন ভালবাসা অস্ত্র নাহি জানি,
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তোমা শ্রেষ্ঠ মানি ।
স্বামী ভিন্ন স্ত্রীস্বামির নাহি অন্য গতি,
স্বামিপরায়াণা যেই সেই হয় সতী ।
স্বামী সেবা করিলে যে স্বর্গে গতি হয়,
স্বামী ভিন্ন ভালবাসা অন্য কিছু নয় ।
ভরণ করেন যিনি ভর্ষা নাম তাঁর,
পোষণের জন্য পতি নাম হয় বীর ।

দেহ অধিকারী ব'লে নাম তাঁর স্বামী,
 একমাত্র ভালবাসা তিনি জানি আমি ।
 রক্তনীতে তুই জনে কথোপকথন,
 প্রভাতে উঠিয়া গর্গ করেন গমন ।
 স্নান করিবারে গর্গ গঙ্গাতীরে যান,
 পত্নীরে কহেন গর্গ কর অবধান ।
 অস্ত্র আমি শিবপূজা করিব আসিয়া,
 অহুষ্ঠান সব তুমি রাখিবা করিয়া ।
 পুজার পদ্ধতি জব্য সব যেন পাই,
 শুন ধনি ! মনে বেণো, আমি চ'লে যাই ।
 ইণ্ডা বলি গর্গ মুনি ধীরে ধীরে যান,
 যোগেতে জ্বরেতে আচ্ছা করেন প্রদান ।
 ত্বর করি যাহ তুমি গার্গীর শরীরে,
 অদীর হইয়া যেন উঠিতে না পারে ।
 জর আসি গার্গীর শরীরে প্রবেশিল,
 জরভারে মুনি পত্নী অস্থির হইল ।
 উঠিতে বলিতে নারে অচেতন প্রার,
 হু'টা লেপ গায়ে দিবে কম্প নাহি হার ।
 মনে মনে ভাবে গার্গী উপায় কি করি,
 পুজার যে আয়োজন করিতে না পারি ।

স্বামী বাক্য লভ্যনে যে মহাপাপ হয়,
 উঠিতে না পারি এবে কি করি উপায় ।
 এইরূপ চিন্তা গার্গী করে মনে মনে,
 হেনকালে গর্গ মুনি স্বরিত গমনে ।
 আসিয়া দেখেন পত্নী শয্যার উপরে,
 জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে আছে কম্প কলেবরে ।
 শিব পূজা আয়োজন নাহি দেখি এবে,
 সময় হ'য়েছে, পূজা আর কবে হবে ?
 এই কথা বলিয়া গার্গীর পানে চান,
 কোথা বা ভ্রমার আর কোথা বা আসন ।
 এত কি অসম্ভব তুমি উঠিবারে নার,
 দেখ দেখি চেষ্টা ক'রে পার কি না পার ।
 গার্গী কন প্রভু আমি উঠিতে না পারি,
 অগুষ্ঠান ক'রে লও অহুগ্রহ করি ।
 পূজা আয়োজন গর্গ আপনি করিল,
 শিব শিব বলি মুনি পূজা আরম্ভিল ।
 পূজা অস্ত্রে কহিলেন শুন মোর বাণী,
 শীঘ্র করি পুষ্প এক দেহা দেখি আনি ।
 এখন তোমার ব্যাধি দূর হ'য়ে যাবে,
 নীরোগ হইয়া তুমি এখনি বসিবে ।

সেই কথা শুনি গার্গী কাঁপিতে কাঁপিতে,
 ছরা করি চলিলেন কুসুম আনিতে ।
 আনিয়া কুসুম এক দেন স্বামী করে,
 পুষ্প ল'য়ে গগ'মুনি মন্ত্রপূত করে ।
 মুহূর্ত্ত মধ্যোতে অর পগাইয়া গেল,
 প্রফুল্ল বদনে গার্গী কহিতে লাগিল ।
 স্তম্ভিত হ'লাম আমি তব কৃপাভণে,
 ক্ষম মম অপরাধ ধরি শ্রীচরণে ।
 গগ'কন হে স্নান করি ভালবাস মোরে ?
 লজ্বল করিলে বাক্য ক্লান্ত হ'রে অরে ।
 কোন কৰ্ম্ম না পারিলে অরের তাড়ণে,
 পারিলে যাইতে তুমি কুসুম চয়নে ।
 এবে বিচারিমা দেখ ভালবাস করে,
 নিরাকার ব্রহ্ম সেই আত্মা বলে যাবে ।
 আত্মাকে রক্ষিতে তুমি উঠিতে পারিলে,
 আত্মার নিমিত্ত দেহ শাস্ত্রে তাণী বলে ।
 দেহকে করিলে যত্ন আত্মা সূখে রন,
 আত্মারূপে ঈশ দেহে অধিষ্ঠিত হন ।
 এইরূপ উপদেশ পেয়ে গার্গী সতী,
 পুস্তকের সহিত সূখে কয়েন বসতি ।

উচ্ছামত মুনি পত্নী সন্তান পাইয়া,
 পালেন পুত্রেরে গার্গী যতন করিয়া ।
 আর দিন গর্গ মুনি কহেন পত্নীকে,
 হে প্রেমসি, বল দেখি ভালবাস কা'কে ।
 স্বামী পুত্র ভিন্ন আর ভালবাসা নাই,
 বিচারিয়া দেখ তুমি কহি তব ঠাই ।
 এই কথা শুনি গর্গ মনে মনে হাসে,
 পরদিন যান চনি গঙ্গা-স্নান আশে ।
 যোগেতে মৃত্যুকে ডাকি কহেন বচন,
 গার্গীর পুত্রের প্রাণ করহ হরণ ।
 মুনি বাক্য শুনি মৃত্যু তরা ক'রে এল,
 গার্গীর পুত্রের প্রাণ হরণ করিল ।
 পুত্রের শোকেতে গার্গী অচেতন প্রায়,
 শিরে করে করাঘাত মুখে হাস হাস ।
 ধরাতলে পুত্র ঘাপি করয়ে যোদন,
 হেনকালে গর্গ আসি' দেন দরশন ।
 পুত্নী পানে চেয়ে গর্গ কন মূহ বাণী,
 কেন বিলাপিছ তুমি যেন পাগলিনী ?
 গার্গী কন আমার যে ভালবাসা ধন,
 করিল করাল কাল তাহাবে ড়কণ ।

পুত্র শোকে কাঁদি আমি,—দেখ ধরা চেয়ে
 প্রাণ সম পুত্র মম ব'য়েছে পড়িয়ে !
 গর্গ কন কি আশ্চর্য্য আদ্য মরি মরি,
 ভালবাসা পুত্র তব ধরায় উপরি !
 মুখ চুঁষি কোলে কর, ধর স্তন মুখে,
 কোলে লও পুত্র তব, রাপ নিজ বুকে ।
 গার্গী কন পুত্র আর লইবার নয় !
 মরা পুত্র কভু আর স্তন নাহি পায় !
 কেন ব্যগ কর মোরে ছুঃখের সময়,
 কেসনে ধরিব প্রাণ বলহ আমায় ।
 গর্গ কন যদি তুমি পুত্র ভালবাস,
 প'ড়ে আছে পুত্র তব কোলে করি বস ।
 চক্ষু কর্ণ নাসা হস্ত আছেত সকল,
 ভালবাসা বস্তু কেন নাহি লও তুলি ?
 গার্গী কন চক্ষু কর্ণ থাকিলে কি হয় ?
 আত্মাহীন দেহকে যে শব কণা যায় !
 গর্গ কন বুঝিলাম ভালবাসা তব,
 ভালবাসা ধনে তুমি ত্যজ ব'লে শব ।
 যায়ে ভালবাস তুমি সে ত চ'লে গেছে ;
 ভালবাসা বস্তু নাই খাঁচা প'ড়ে আছে !

জানিলাম ভাল তুমি বাসিতে যাহারে ;
 সে নাই এখন তব পুত্র-কলেবরে !
 নিরাকার আত্মাকে বাসিতে তুমি ভাল,
 ঈশ, আত্মা এক বস্তু জানিহ সকল ।
 ঈশ্বরেরে ভালবাস জানিলাম এনে,
 স্বামী, পুত্র ভালবাসা মিথ্যা সব তবে !
 ভালবাসা বস্তু হন ঈশ্বর কেবল,
 লোক-ভালবাসা শুদ্ধ মায়াই কেবল ।
 যতক্ষণ আত্মা ততক্ষণ ভালবাসা,
 দেখ বিচারিয়া মনে কেমন তামাসা ।
 এখন বুঝেছি তুমি ভালবাস কাকে,
 নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম বলে যাকে ।
 ঈশ্বর ব্যতীত আর ভালবাসা নাই,
 সত্য কথা কহিলাম আমি তব ঠাই ।
 ঈশ্বর কোথায় রন কেহ নাহি জানে,
 ধনী মানী অন্ধ খঞ্জ সবে তাঁকে মানে ।
 ধন পুত্র ত্যাগ করি রাজা মহাজন,
 ঈশ্বর পুঞ্জিতে যায় গহন কানন ।
 ধনৈশ্বর্য্য ত্যাগ করি বনে বাস করে,
 দেখ ত এখন, লোকে ভালবাসে কারে ।

সব ছাড়ি যোগী ঋষি মনের উল্লাসে,
 পঞ্চ তপে, জলে বাস, যায় তীর্থবাসে ।
 কেবল জৈবর চিন্তা অজ্ঞ চিন্তা নাই,
 পরমাত্মা জৈশ ছাড়া ভালবাসা নাই ।
 এই উপদেশ যেন সদা থাকে মনে,
 জীবন পাইবে তব পুত্র এই ক্রমে ।
 পুত্রকে লইয়া কোলে গার্গী পুলকিত,
 মুখ চুসি শুন দেন আনন্দিত চিত ।
 যদি ভালবাসা থাকে জগৎ মাঝার,
 একমাত্র জৈবর মহেশ্বর কহে সার ।
 বিচারিয়া সুধিগণ কর অবধান,
 হয় কিনা হয় এই কথা সপ্রমাণ ।





সংসার ।

—:~:—

সং আর সার দুটি পদ এ সংসারে,
সামঞ্জস্য ঘে রাখে মানুষ বসি তারে ।
সং রূপে পৃথিবীতে হইল জন্ম,
সার ভাগ উপার্জন এই ত করম ।
শিশু বাল্য যুবালাল সং এই সব,
সার যে রাখিতে পারে সেই ত মানব ।
শ্রুতক্রমে যে কার্য্য করিবারে পারে,
সেই সে উদ্ধার পায় সংসার সাগরে ।
দেমন যাত্রার দলে সং সঙ্গে আসে,
রং ঢং কত করে, দে'খে লোকে হাসে,
কেলুয়া ভুলুয়া দেয় রঙ্গরস তরে,
মেইরূপ কত কেলু নগর বাজারে ।
দেখিয়া মনের মধ্যে এই ভাব হয়,
সংসার যে নট্ট শাজা বহি অনিচ্ছয় ।

সংসার সামান্য নর স্বর্গ তুল্য হয়,
 করিতে পারিলে কার্য মনে সুখ পায় ।
 রিপূর দমন আর সত্ত্বের বিচার,
 দয়া ধর্ম ক্ষমা ভক্তি বিহিত আচার ।
 সেই ব্যবহার যথা যেমন উচিত,
 যে করে সংসার মাঝে সেই সুপণ্ডিত ।
 সদাচার মিষ্টভাষী হয় সেই নর,
 সুখ্যাতি লভয়ে সেই ধরণী ভিতর ।
 গুরু উপদেশ মত সংসারী হইবে,
 শিক্ষা, দীক্ষা, মত সব করম করিবে ।
 নতুবা সারের অংশ বাদ পড়ে যাবে,
 সং মাত্র হ'য়ে সদা লোকেতে হাসাবে ।
 হিংসা ঘেব ত্যাগ সব করিতে পারিলে,
 কু-আশা ভুজগবরে দমন করিলে ।
 কুবাসনা ত্যাগ করি নির্মল হৃদয়,
 করিতে পারিলে পরে তবে লোক হয় ।
 সংসার সামান্য নর মহাযজ্ঞ সম,
 সমাধা করিতে লাগে অনেক উত্তম ।
 সহ্য গুণ নহিলে সমাধা করা দায়,
 বৃক্ষের মতন সহ্য গুণ হ'লে হয় ।

গৃহস্থ পথিক লোক উপদ্রব করে,
 বিনা বাক্যে বৃক্ষ সব গঠে অকাতরে ।
 ফল পাড়ে, ডাল ভাঙ্গে, কত কষ্ট দেয়,
 নীরবে থাকিয়া সব সহ্য ক'রে যায় ।
 সেই রূপ হ(ও)য়া চাই সাংসারিক জনে,
 নতুবা সংসার তুমি করিবে কেমনে ?
 গৃহধর্ম বলে লোকে এ কথাও শুনি ;
 গৃহেতে ধর্মের যোগ এটা সত্য মানি ।
 সংসার করিতে হ'লে ধর্মরক্ষা চাই,
 নতুবা সংসারে দেখ কোন লুপ্ত নাই ।
 বাণপ্রস্থ ভৈরব বা সন্ন্যাস যাহা বল,
 সাংসারিক ধর্ম হয় সর্বাপেক্ষা ভাল ।
 সংসারে থাকিয়া লোক পারে কাজ সব ;—
 যজ্ঞ ব্রত আদি করি সকল উৎসব ।
 জাতীয় ধর্ম আর সমাজের নীতি
 রক্ষা করিবারে পারে যেমন শক্তি ।
 অতিথি সৎকার আর দান আদি যত,
 লুপ্তেতে করিতে পারে নিজ মনোমত ।
 জৈনরোপাসনা আর তপস্যাচরণ,
 হৃৎহের ইচ্ছামত কর্ম গম্পাদন ।

অল্প ধর্ম্যে কোন কার্য্য নহে সম্পাদন,
 তীর্থে তীর্থে বিধি তারা করিবে ভ্রমণ ।
 গৃহেতে থাকিয়া লোক তা' করিতে পারে ।
 ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা সংসারেই করে ।
 ঈশ্বরের নিয়ম যা' আছ'য়ে বিহিত,
 সাংসারিক লোকে তাহা করয়ে উচিত ।
 অল্প ধর্ম্যে নাহি তাহা সাধিবারে পারে ।
 ভাঙ্ গোঁজা খেয়ে তারা দেশে দেশে ফিরে ।
 দারা সূত কুটুম্বাদি মিলিত হইয়া,
 একত্রে করয়ে বাস প্রফুল্ল হইয়া ।
 তেন সুখ আছে শুক গৃহস্থের মাঝে ।
 গৃহস্থের মত সুখী ধরায় কি আছে ?
 ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন নিয়ম পালনে,
 অনিয়মে অসন্তুষ্ট,—থাকে বেন মনে ।
 লোক-উপকারী আর ধর্ম্মপ্রচারণ,
 হইলে মঙ্গল হয় জ্ঞানিগণে কন ।
 নতুবা অধর্ম্ম কর্ম্ম যেই জন করে
 ইহ পরলোকে নিন্দা পায় সেই নরে ।
 সময়ে অনুচিন্তামী হয় সেই নর,
 শাস্ত্রেতে লিখিত আছে দেণ পর পর ।

পাপ পুণ্য উভয়ের দেখ বিচারিয়া,
 অন্ধকার, আলো, দেয় উপমা করিয়া ।
 আলোক পুণ্যের চিত্র, অন্ধকার পাপ ;
 পাপ কার্য্য করিলে মনেতে প্রায় তাপ ।
 সংসারী লোকের পক্ষে আছে কর্ম্ম যত,
 থাকিল কহিতে ;—আমি কব আর কত ।
 সংসার অসার ব'লে অনেকে বাখানে,
 সংসারই সার কিন্তু ভেবে দেখ মনে ।
 সদস্য কার্য্য এবে যাহা কিছু আছে,
 সকলই দেখা যায় সংসারের মাঝে ।
 ইহলোক পরলোক যতই বল না,
 সংসার কেবল তার প্রথম সূচনা ।
 করিয়া সংসার কার্য্য পরলোকে যায়,
 কর্ম্মফল অঙ্গুসারে কর্ম্মফল পায় ।
 ইহলোকে যাহা কর পরলোকে পাবে,
 জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্মাধর্ম্ম কহিলাম এবে ।
 কিছু নাহি নষ্ট হবে রহিবে সকল ;
 কেবল দেহটী তব হইবে বদল ।
 মায়ায় সংসার মায়াতে বেড়ে আছে,
 মায়াচ্ছন্ন জীব সব মায়াতে বেঁধেছে ।

যেমন ধীবর জাতি মৎস্য বেড়ে জালে,
 সেইরূপ মনুষ্য আবদ্ধ মায়াজালে ।
 সার উপার্জনে মাত্র মায়া ছিন্ন হয়,
 নতুবা মায়ার জাল ছিন্ন করা দায় ।
 সংসার কঠিন বড় কহিলাম সার,
 স্নীতিমত হ'লে হয় ভবসিদ্ধ পার ।
 দেব, ঋষি, যক্ষ, রক্ষ, সংসারী সকলে ;
 সকলে আবদ্ধ হন মহামায়া জালে ।
 জ্ঞানরূপ সার যেই উপার্জন করে,
 সেই জন মায়াজাল কাটিবারে পারে,
 বিনা জ্ঞানে মায়াজাল কাটা নাহি যায়,
 জ্ঞান ভিন্ন কাটিবার নাহিক উপায় ।
 সংসারী লোকের অন্ত নানা কাজ আছে,
 সময়ে ঘাইতে হয় রোগী তাপী কাছে ;
 অতিথি সৎকার আর দান আদি যত,
 করিতে হইবে সব শাস্ত্রবিধি মত ।
 অজ্ঞানেই জ্ঞান দান সর্বদা করিবা,
 তা হইলে কত সুখ জীবনে পাইবা ।
 পরকে কহিবে মন্দ নিজ চাও ভাল,
 সুখা নিজে খাবে পরে ক্লাবে গরল ।

তাহাতে ধর্মের হানি জানিহ নিশ্চয়,
 ঈশ্বরের কৃপা তার প্রতি নাহি হয় ।
 সংসারের দুটি পথ কহিলাম সার,
 ধর্ম্যধর্ম্য এই দুই আছে পর পর ।
 ধর্ম্যপথে চলিতে পারিলে লোকে মানে,
 লোক-ধর্ম্য সকলেই তাহাকে বাগানে ।
 পর উপকার আর পর হিতে রত,
 সকল জীবের প্রতি দয়া এক মত ।
 হিংসা ঘেম আদি রিপু করয়ে দমন,
 কাম ক্রোধ আদি করি যত রিপুগণ ।
 যে পারে করিতে জয় সেই মহাজন,
 তারি পরে ঈশ্বরের কৃপা বিত্তরণ ।
 অবশ্য হইয়া থাকে কহিলাম আমি,
 আজ্ঞাক্রমে সর্ব জীবে তিনি হন স্বামী ।
 শুদ্ধ চিত্তে পরহিত করে যেই জন,
 সেই জন ঈশ্বরের করয়ে পূজন ।
 একপ পূজার তুলা পূজা নাতি আর,
 এ পূজাতে ঈশ্বর সন্তোষ অপার ।
 পৃথিবীতে যত পূজা আছে প্রমাণ,
 সর্বাণেকা এই পূজা জানিহ প্রধান ।

প্রমাণ আছে যে দেখ পুরাণে চণ্ডীতে,
 “যা দেবী সৰ্বভূতেষু” এই বচনেতে ।
 সৰ্ব জীব পূজাতে তাঁহার পূজা হয়,
 ইহাতেই প্রমাণিত হইল নিশ্চয় ।
 বুঝিয়া সংসার যদি করিবারে পারে,
 মোক্ষ প্রাপ্ত হয় সেই ধরণী ভিতরে ।
 সংসারের তুল্যাশ্রম নাহি এ জগতে,
 স্বর্গভ্রষ্ট হ’য়ে দেব আসেন ভারতে ।
 সংসারী হইতে দেবী বড় অভীলাষ,
 ভীষ্মের জননী গঙ্গা আছে প্রকাশ ।
 দেব দেবী আদি করি সংসারেতে রত,
 বুঝিয়া দেখিতে পার আমি কব কত ।
 সংসারে আসিয়া সবে উপদেশচ্ছলে,
 দেখান জগৎ জনে অতি সুকৌশলে ।
 শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ আদি দেবতা সকল,
 বাণ, হরিশ্চন্দ্র, কংস, পাণ্ডবাদি বল ।
 কত দেব, কত নর, কত কৰ্ম্ম করে,
 কৰ্ম্ম অনুসারে তাঁরা ফলভোগ করে ।
 সংসার নহিলে কোথা পাবে কৰ্ম্মফল,
 অথেষ্টে সংসার পরে পায় মোক্ষ ফল ।

সার উপার্জন হয় মঙ্গল সকল,
তা' না হ'লে সং হ'য়ে হাসাবে কেবল ।
ধর্ম্মে মতি রেখে সবে সংসারী হইবে,
নিশ্চয় সংসার হ'তে স্বর্গ প্রাপ্তি হ'বে ।
সামান্য বুদ্ধিতে দ্বিজ মহেন্দ্র যে কর,
গংগারই সার কিন্তু অল্প কিছু নয় ।

—:0:—

পর ।

পরের জন্ত পর মরে পরের জন্য সব ।
পরের জন্য প্রাণ যায় পরেরি উৎসব ।
পরের জন্য পেটে মরি', বসি' খায় পর,
পরের জন্য কথা কহি শোনে তাই পর ।
পরের জন্য কাগজ গিনি পুঁথি গিনি যত,
পরে পড়ে, পরে হাসে, নিলা করে কত ।
তোষামোদ কত করি পরের পানে চাই,
কপাল দোষে পরের কাছে দয়া নাহি পাই ।
পরের নেনা পরের দেনা পরের জন্য খাটি ।
পরের তরে দেহ মন সব হ'ল মাটি ।

পরে শুনে পরের কথা, পরে করে কাজ,
 পরের জন্য কত পর ত্যাগে নিজ লাভ ।
 পরের জন্য দেনা করে পরে দেয় ভেট,
 পরের জন্য খরচ করে, পরে করে গেট ।
 পরের মন পরে যোগায় পরে দেখে হাসে,
 পরের প্রেমে ভুলে কত পর যায় ভেসে ।
 পরের কথায় নিজে মরে, দেখে পরে পরে,
 পর নহিলে চগেমাকো ব'ল্যাম এত পরে ।
 নিজের ধন দিলে ভাল, নইলে রাগে পর,
 নিজের ধন নিজের মন পরে করে পর ।
 কত বল্ব পরের কথা সব দেখ্‌চি পর,
 পরের জন্য আমার হ'ল দেহ জর জর ।





কর্মফল ।

—:—:—

সৃষ্টির পূর্বেতে ছিল পৃথ্বী জলবায়ুপী,
আছিল ভূতের তদা সদা দাপাদাপি ।
তার পর পদ্মযোনি সৃষ্টি আরম্ভিলা,
স্বাবয়ব জন্ম আদি নদ নদী শিলা ।
পশু পক্ষী আদি করি মানব নিচয়,
একে একে কত আমি দিব পরিচয় ।
সর্বজীব মধ্যে আমি মনুষ্যে বাখানি,
বিজ্ঞাতে বুদ্ধিতে হয় মনুষ্যই জ্ঞানী ।
কর্মকাণ্ড জ্ঞান তার আছয়ে সকল,
চিরদিন ভোগ করে স্বীয় কর্ম ফল
স্বকৃতি কুবৃতি হয় ইচ্ছায় উপর ;
কার্য্য শুণে ভোগ ডারা করে পর পর ।
যেমন যে কাজ করে তার কল পায়,
জ্ঞানিগণে এইরূপ করেন নির্ণয় ।

ধনী মানী কানা খোঁড়া যাঁরা কিছু হয়,
 কর্মফল ভিন্ন আর অল্প কিছু নয় ।
 জ্ঞান, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য কর্মের ফলে ফলে,
 কর্মফল বাতিরেকে কিছু নাহি মেলে ।
 যথা অগ্নি দগ্ধ স্বর্ণ খাঁটি হ'য়ে যায়,
 সেইরূপ কর্ম গুণে কর্মফল পায় ।
 যতবার দগ্ধ কর, ক্রমে বর্ণ ফেরে,
 জন্ম জন্ম মমুষ্যও ফল ভোগ করে ।
 বিনা কর্মে ফল আশা করু নাহি হয়,
 কর্ম ছাড়া মমুষ্য না কর্মফল পায় ।
 কর্মমাত্র ফলভোগ করু নাহি হয়,
 কালের গতিকে ফল কালে কালে পায় ।
 ফল কথা, কর্মফল যাইবার নয় ।
 পাইতে হইবে কালে কহিমু নিশ্চয় ?
 তাহার দৃষ্টান্ত কিছু দেই পরিচয়,
 বিনা কর্মফলে কেহ অন্ধ হ'য়ে রয় ?
 সধবা বালিকা কেন বৈধবা দশায় ?
 অকালে বালক কেন যমালয়ে যায় ?
 নির্ধন পুরুষ কেন বল ধনী হয় ?
 নীচ গৃহে জন্মি কেন সুপণ্ডিত হয় ?

সব জেনো কর্মফল নহিলে কি ফলে ?
 এইরূপ চক্র মত ফেরে ঘোরে কালে ।
 কর্মমূর্ত্তে গাঁথা জীব আছয়ে সকল,
 শৃগাল, ভল্লুক আনি যত জীব বল ।
 কর্মফল ভোগ তারা কতু নাহি করে ;
 ঐরূপ ঘোনিতে সদাই তারা ফিরে ।
 জ্ঞানের সহিত ধর্ম জ্ঞান আছে যার,
 কর্মফল ভোগে তারা এই কহি সার ।
 ধর্মের সহিত যেই কর্ম ক'রে যায়,
 সুখের যে কর্মফল তাহা সেই পায় ।
 অজ্ঞান অধর্ম কর্ম যেই জন করে,
 অসৎ সে ফল পায়, কষ্ট পায় পরে ।
 এইরূপে ক্রমান্বয়ে কর্মফলে ফেরে,
 মরণ জনম তার নেমি যথা ঘোরে ।
 সংকার্য্যে ধর্মপথে থাকে যেই জন,
 সদানন্দে দায় সেই বৈকুণ্ঠ ভবন ।
 কর্মফল এই আমি কহিলাম সার,
 কর্মশেষে গতাগতি হয় অনিবার ।
 জৈতর নাহিক দেন জীব কর্মফল ;
 কপালে বলিয়া বলে অজ্ঞান সকল ।

কপাল, অদৃষ্ট কৰ্মফল অমুগাশী ।
 সুখ দুঃখ নাহি দেন জগতের স্বামী ।
 অনেক দৃষ্টান্ত আছে দেখিবারে পাই,
 প্রহ্লাদ ঐবাদি করি নারদ গোসাই ।
 কৰ্মফলে স্বৰ্গ, মৰ্ত্ত্য, রসাতল তলে ;
 দেণায় জগৎ জনে কৰ্মে কি না ফলে ।
 দুৰ্কষ রাবণ আর কংস দৈত্যপতি,
 কৰ্মদোষে তাহাদের হইল দুৰ্গতি ।
 কুরুকুল নিষ্ঠুর হইল কৰ্মদোষে ;
 ইন্দ্রের সহস্র নেত্র হয় কৰ্মবশে ।
 ধর্মের যে ক্ষয় তাহা কৰ্মদোষে হ'ল ।
 অধর্ম দেখিয়া পদ্মা ধর্মের শাপ দিল ।
 ক্রমে ক্রমে ধর্মরাজ ক্ষয় প্রাপ্ত হবে,
 কলি শেষে ধর্ম তব কিছু না রহিবে ।
 কৰ্মফলে হয় কষ্ট, কৰ্মফলে সুখ,
 কৰ্মফলে সুপণ্ডিত, কৰ্মফলে মুক ।
 কৰ্মফলে স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য ঘোরে জীবগণ,
 কৰ্মফল ফলে জীব করয়ে ভ্রমণ ।
 কৰ্মফল নহিলে জীবের নাই গতি ।
 এই থানে কৰ্মফল করিলাম ইতি ।



আগমনি ।

—:~:—

জগৎ জননী শিবে, জগৎ পালিনী,
তব পাশে কহিছেন ভুবন মোহিনী ।
শরৎ আসিছে এবে যাউব ভারতে,
মম ভক্তগণ সব আছে উল্লাসেতে ।
শরতে আমার পূজা করিবে আত্মাদে,
লভিবে মঙ্গল সবে পূজি মম পদে ।
ভবানীর বাণী শুনি কহেন মহেশ,
শক্তি বিনা আমার যে তমু হবে শেষ ।
আত্মাশক্তি তুমি হও তব শক্তিবলে,
চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহগণ চলে স্বকোশলে ।
তব লাগি যোগী আমি সদা যোগে থাকি,
তব প্রেমে মত্ত, তব পদ জুড়ে রাখি ।
ও পদ সামান্য নয় মর্ত্যলোকে দিবে,
তব পাদপদ্ম পূজা উল্লাসে করিবে ।

কার সাধ্য তব ইচ্ছা খণ্ডিবারে পারে ?
 আছয়ে ককণা তব ভারত উপরে ।
 আজ নয়,—চৈদ্রদিন শরৎ সময়,
 যাইছ যাইবে তুমি এই ত নিশ্চয় ।
 মাঘার সমষ্টি তুমি, মহামায়া নাম,
 ভক্তগণে মাঘামুগ্ধ কর অবিরাম ।
 তিন দিন পূজা ল'য়ে, আসিবে কৈলাসে,
 কহিবা শুনিব কথা মনের উল্লাসে ।
 শারদার দাসী সতী শরৎ সুলক্ষ্মী,
 জানায় জগৎ জনে আনন্দ লহরী ।
 জগৎ প্রফুল্ল অতি শরৎ দর্শনে,
 আসিবেন ভগবতী চিহ্নি মনে মনে ।
 শরৎও প্রফুল্ল মনে সাজায় ধরণী,
 আকাশ নির্মল করে, হাসে কুমুদিনী ।
 পদ্মিনীও আনন্দিতা হেরি দিনমণি,
 ঘন সঙ্গে সঙ্গে পলাইল সৌদামিনী ।
 মা'র আগমন বার্তা শুনি মর্ত্যগণ,
 পুলক পূর্ণিত হ'ল সবাচার মন ।
 তটিনী আনন্দ ভরে কুণ্ডকুণ্ড স্বরে,
 পুলকে উদ্ভক্ত চলে কহিতে সাগরে ।

আসিছেন ভগবতী আনন্দের ভরে,
 পৃথিবীে যুগল পদ মানব সাদরে ।
 সেকালিকা, বক, পদ্য, স্থলপদ্য যত,
 আনন্দেতে প্রস্ফুটিত পাবে ব্রহ্ম পদ ।
 দত্ত রে কুসুম তোরা দত্ত ব'লে মানি,
 মহা পুণ্য ক'রেছিলি ত্বোদের বাধানি ।
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ যে পদ ভিখারী,
 সে পদ পাইবি তোরা যাই বলিহারি ।
 মহেন্দ্র আনন্দ মনে তারা পদ চাহ,
 উলিপুয়ে প'ড়ে আছে সাধ্য কি যে পায় ?
 পাইবার বাসনাতে ভক্তি ভিক্ষা চাহ,
 ভক্তি পেলে দেখে পদ পায় কিনা পায় ।
 প্রেমভরে ভক্তিসেবায় ডাকে যদি মায়,
 মা'র সাধ্য নাহি হবে ঠেলে রাখা পায় ।
 এসো মা আনন্দময়ি ! আনন্দের ভরে,
 গণেশের, রাখালের মানস মন্দিরে ।
 তব পদে ভক্তি তারা অনিবার করে,
 উজ্জাসে বাঁধয়ে বেদি সভক্তি অস্তরে ।
 মনো হর্ষে মহামায়া পৃথিবীে ক'দিন,
 তব কৃপা ভিক্ষা তা'রা মাগে চিরদিন ।

ছুর্গতিনাশিনি ছুর্গে, পুরাও বাসনা,
 পূর্ণ কর দয়াময়ি ! মনের কামনা ।
 জগৎ জননী তুমি জগৎ-পালিনী,
 ভক্তের মনোরঞ্জনী গণেশ জননী ।
 গণেশ যে কষ্ট পায় পূর্ন কর্মফলে,
 রোগমুক্ত করি' তারে লও মাগো কোলে !
 আনন্দ বাড়ুক মাতঃ ! তব ভক্ত মনে,
 তবে ত বুঝিব, দয়া আছেয়ে সন্তানে !
 প্ৰাণের কজ্জা তুমি পাবাণ হৃদয়,
 আর যেন কভু লোকে নাহি তোমা কয় !
 এই ভিক্ষা মাগি মাতঃ ! তব আচরণে,
 সব দুঃখ যায় যেন তব দরশনে ।
 কর্মফলে হয় কষ্টে, কর্মফলে সুখ,
 এ কথা মানিব বটে,—আছে যুগ যুগ !
 তোমার ঐশ্বর্য পূজে সব দুঃখ যায়,
 ঐরাম, সুরথ রাজা তার পরিচয় ।
 ঐমন্ত যে মা' মা' বলে মসানে ডাকিয়া,
 পেয়েছিল নিস্তার মা' দেধ বিচারিয়া ।
 সেওত সন্তান তব, গণেশ কি নয় ?
 প্রাণ ভিক্ষা দিতে পার, রোগ কিছু নয় !

ভক্তিভরে পূজে তোমা কষ্ট দূরে যাবে,
 তব কৃপাবলে রোগ শোক পলাইবে ।
 বৎসর বৎসর এই শরৎ সময়,
 আনন্দেতে পূজিবে মা তব পদদ্বয় !
 বড়ানন, গজানন, লক্ষ্মী, সরস্বতী ;
 সকলি সন্তান তব, তোমার বিভূতি ।
 দেপিয়াছি পুরাণেতে তুমি সর্বময় ।
 দেব দেবী যত আছে তোমা ছাড়া নয় !
 কৃপা করি' কৃপাময়ি ! করুণা করিয়া,
 ভক্তের পুরাণে দয়া প্রকাশিয়া ।
 ভক্ত যে সন্তান তব অস্ত্র কিছু নয়,
 ভক্ত যদি সুখে রহে তব কীর্তি রয় !
 ব্রহ্মাও জননী তুমি অণু প্রসবিনী ;
 সে অণু ব্রহ্মাও হৈল তাহা আমি জানি ।
 তব অস্ত্র কেহা জানে জৈলোকা তারিণী ?
 বলিবারে লিখিবারে নাহি পারে বাণী ।





ক্রোধ ।

—:0:—

বড়রিপু মধো ক্রোধ নিকট বাধানি,
ংসি দেব লোভ মদ সবে পুষ্ট করে ।
তাইত ক্রোধের ভরে, গরিব কি ধনী,
কত অপকর্ম তারা অবহেলে করে ।

জ্ঞান ধর্ম আদি সব ক্রোধে নষ্ট করে,
পশুর সমান ক্রোধী অধীর হটয়া
অশ্রু পথের পথী হয় একবারে ;
না শোনে সতের কথা বধির হইয়া ।

ক্রোধেতে শত্রু নষ্ট, বুকিলষ্ট হয়,
পরানিষ্টে প্রবর্তিয়া গাধে অমঙ্গল,
ধর্মনাশ লোক নিন্দা ক্রোধি ভাগ্যে হয়,
ইহ-পরকাল তার প্রগষ্ট সকল ।

নিদাঘে তপন তাপে তপ্ত জীবগণ ।
 রসহীন তরুণের আর জগাশয়,
 ক্রোধে সেই রূপ তপ্ত তরু আর মন !
 ভক্তি প্রীতি শূন্য চিত্ত মরুভূমি হয় ।

সতত পোড়ায় ক্রোধ তুহানল সম
 অনন্ত যাতনা দানে ক্রোধীর অন্তর
 দূরে ধায় ক্রোধী হ'তে ধীরতা সংঘম ।
 বিবেকের কশাঘাতে কিরে না সে নর ।

কভুবা ক্রোধেতে লোক নয়হত্যা করি,
 কাঁসীতে জীবন দেয় কাতর হইয়া
 ক্রোধ সম কোন রিপু নয় অপকারী
 তবু নাহি বোঝে নয় প্রমত্ত হইয়া ।

লঘু গুরু জ্ঞান আর নাহি থাকে মনে
 ক্রোধাক হইয়া নাহি দেখে ধর্ম পথ
 পীড়ণ তাড়ণ করে, মাতৃ ভগ্নিগণে
 অসারের মত কত করয়ে শপথ ।

নিন্দা ভয় উপদেশ মনে নাহি থাকে,
 ক্রোধের প্রভাবে তারা স্তব্ধ হ'য়ে রয়,
 কোপমুক্ত হ'লে পরে স্বেচ্ছাও ক্রোধীকে,
 কহিবে করেছি আমি ক্রোধের জালায় ।

ক্রোধের বশেতে লোক গর্হিত যে ক'রে,
 অনুতাপানলে পরে দগ্ধ হয় তারা,
 সর্বমে নিন্দার ভয়ে মরমেতে মরে,
 পরেত ব্যাকুল হয় যেন দিশাহারা ।

ক্রোধ সাম্য করি যেবা দৈর্ঘ্য হৃদে ধরে,
 পর-নিন্দা অপকারে বিমুগ্ধ যে হয়,
 সেই ব্যক্তি সমাদর পায় এ সংসারে,
 যশোলাভ এ জগতে করয়ে নিশ্চয় ।

রাগেতে চণ্ডাল করে, অধোগতি হয়
 তাই বলি শাস্ত হও, ওহে ক্রোধিগণ
 পরলোকে অমঙ্গল মছেন্দ্র দে কর,
 নিশ্চয় পাইতে হবে নিরাম গমন ।



কে বা কার ।

—:~:—

মানব কি হেতু কর আমার আমার
বিচারিয়া দেপ গনে কেহ নহে কার !
জনমের পূর্বে জীব ছিলে তুমি কোথা—
কেবা ছিল ভাই বন্ধু কেবা পিতা মাতা !
পিতা মাতা ভাই বন্ধু হু'দিনের তরে,
কেবা হবে কোথা আঁশি মুদিবার পরে ?
এ সংসারে আজি তুমি পিতা বল যারে !
সে হয়ত কাশি পিতা বলিবে আমারে !
হইয়া অজ্ঞান বল আমার আমার !
কে তোমার তুমি কার করনা বিচার !
মায়াব বন্ধনে জীব করে যাওয়া আসা !
মায়াবশে দিন দিন বাড়য়ে পিপাসা !
অহরহঃ ভ্রান্ত হয়ে সেই পিপাসায়—
যারে দেখ আমার বলিয়ে ধর তায় !

সে যদি আমার হবে ছেড়ে কেন যার !
 বুঝাঘা বুঝে না জীব মোহিত মায়ায় !
 যাদের কারণে এত যত্ন অনিবার ।
 একবার গেলে তারা ফিরে না ত আর !
 যে দেহের তরে যত্ন অপব্যয় এত ।
 পরিণামে সেই ভয়ে হবে পরিণত !
 ধন-জন-দারা-স্মৃত অনিত্য সকল !
 বিদ্যুৎ বিলাস সম নিতান্ত চঞ্চল !
 অকুলে ভাসিছে জীব তূণের সমান—
 আছে কুল মৃতমতি না পায় সন্ধান ।
 অকুল ছাড়িয়ে যদি কুলে!যেতে চাও,
 ভক্তির তরঙ্গে রঙ্গে শরীর ভাসাও ।
 আমার আশ্রয় শুধু বলা মাত্র সার
 আমিই আমার নহি করিলে বিচার ।
 দূর কর নয়নের মায়া আবরণ,
 জ্ঞান চক্ষুে আশ্রয় জনে কর নিরীক্ষণ !
 আপনার জন সেই জগতের পতি ।
 পরমাত্মা রূপে যার জীবদেহে স্থিতি !
 সেই পরমাত্মা পদে সঁপ মন প্রাণ !
 সব জালা জুড়াইবে লভিলে নির্বাণ !



বিজয়া ।

—:~:—

নমি দুর্গে তব পদে দুর্গাওনাশিনী !
অজ্ঞানে করুণা কর কলুষবাশিনী ।
মস্তে তিন দিন থাকি কেন মা চক্ষুণা
বুঝিবে অবোধ কিসে মংগমায়া লীলা ।
নিশিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তী ব্রহ্মময়ী তুমি
তিনি জ্ঞাত তব তত্ত্ব যিনি অন্তর্গামী ।
ভোগকে ভুলানি মাতঃ ! দিয়া রাজ্য পদ
ভক্ত জনে দে মা তারা পদ কোকনদ ।
তিন দিন ভক্তগণ আকুল আহ্লাদে
চলিলি মা দয়াময়ি কেলিয়া নিবাদে ।
পর্যন্ত তোমার পিতা মাতাও পাষাণী
পিতামাতা যেন হয় কল্যাণ তেমনি ।
তোমা ভিন্ন কোথাও এমন নাই আর,
কিছুতেই জ্ঞান গগ্যা না হও কাহার ।

এই মাত্র বুঝি তারা বিশ্বময়ী তুমি,
 মহিমা কীৰ্ত্তনে তব নহি শক্ত আমি ।
 পুরুষ প্রকৃতি তুমি তুমি নিরাকার,—
 তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি চরাচর ।
 যাহা কিছু আছে মাতঃ বিহৃতি তোমার,
 তোমা ছাড়া কিছু নাই বুঝিয়াছি সার ।
 তুমি মা অনাছা তারা বিশ্বব্যাপী রও,
 পুরুষ প্রকৃতি মাতঃ ! কার্যাবশে হও ।
 কত রঙ্গ কত লীলা কর এলোকেশী
 কত লগ্ন হাতে অসি কত লগ্ন বাঁশী ।
 তোমাতে উৎপত্তি মাতঃ তোমাতে পালন,
 সময়ে তোমাতে মাগো বিলীন ভুবন !
 নবমীতে মহামায়া পূজা হ'ল শেব
 দশমীর পূজা ল'য়ে যাও নিজ দেশ ।
 দাও মা আনন্দময়ি কর আশীর্বাদ—
 তোমার চরণ বলে তরি গো বিষাদ !





শুশান ।

—:0:—

নদী তীরে বিজন প্রান্তরে মোর বাস
গুলিলে আমার নাম নরের তরাস ।
ভাবেনা নির্কোষ, হায় সবে একদিন
হবে মোর এ বিজন প্রান্তরে বিলীন !
বুঝেনাত মূঢ় নর মহিমা আমার—
বুঝিলে সে তুচ্ছ শূন্য চায় কি গো আর ?
পিশাচের বাস বগি মোরে করে ভয়,
অস্তে কিন্তু আমি বই কে আছে আশ্রয় ?
দিগাস বাসনে মত্ত লুপ্ত আত্ম-জ্ঞান,
কেমনে বুঝিবে মূঢ় আমার সম্মান ?
ঘখন জীবন যায় দেহ স্পন্দহীন
বিবাদ বাসনা দস্ত অতীতে বিগীন ।
অমঙ্গল ভয়ে কেহ স্পর্শিতে না চায়,
আত্মীয় বান্ধব দূরে ত্যাগ করে তায় !

তখন কেবল আমি আশ্রয় তাহার,
 উচ্চ নীচ ভাল মন্দ না করি বিচার ।
 ধনী বা দরিদ্র পাপী কিম্বা পুণ্যমান
 মোর অঙ্কে সকলের তুলা অবস্থান ।
 এমন পবিত্র শাস্ত্র হেন নির্দ্বিকার,
 পৃথিবী খুঁজিয়া তুমি কোথা পাবে আর !
 দেবের দেবতা মহেশ্বর দিগবাস
 সব ছাড়ি ক'রেছেন শ্রশানে নিবাস ।
 মহামায়া মহেশ্বরী শক্তিস্বরূপিনী
 এ শ্রশানে অনিষ্টিতা জগৎ জননী !
 এস নর মোর পাশে শিগাব গোমাঘ
 বৃথা দস্ত অহঙ্কার কিসে দূর যাব,
 শ্রবে হুঃশে পাপে পুণ্য হবে সমজ্ঞান,
 কেমনে পরম পদে লভিবে নির্বাণ ।





প্রেম ।

—:—

প্রেমের সমান আর কি আছে সংসারে ।
প্রেম যে পেয়েছে আমি দেব বলি তারে ।
কিরেন নারদ প্রেমে বীণা বাজাইয়া ।
নিজাশ্রয় ছাড়ি যোগী ধ্যানেতে বসিয়া ।
প্রেমে মত্ত সদাশিব সতীর চরণে ।
ভরহরি মিলিলেন প্রেমের কারণে ।
রাম সনে প্রেমে লক্ষণের বনবাস ।
প্রেমাশে শ্রীগৌরানন্দ করিলা সন্ন্যাস ।
প্রেমাশে রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন
সৃষ্ট স্থিতি সংসারের প্রেম সে কারণ ।
অমৃত সমান প্রেম যেবা করে পান,
বিষে অলে মিলে কি যায় তার প্রাণ !
অুধবা প্রহ্লাদ দেখ স্পষ্ট সাক্ষী তার ।
হরি প্রেমে মগ্ন বিদ্র হ'য়ে গেল পার ।

প্রেমিক সে ক্রব—আহা প্রবেশি কানন,
 সিংহ ব্যাঘ্রে হরি বলি কৈল আগমন !
 প্রেমের মাহাত্ম আমি কি বলিতে জানি ।
 নামে লোহা সোণা, প্রেম হেন স্পর্শমণি !
 দান ধর্ম দয়া ভক্তি প্রেম হ'তে হয় ।
 প্রেম যার হিয়ে নাই মাতুষ সে নয় !
 যদি হয় যদি মাঝে প্রেমের প্রকাশ !
 নিরপিবে প্রকৃতির নূতন বিকাশ !
 দেখিবে সে প্রেমময়ে সে চারু চরণে
 লভিবে পরম স্থান স্নিহবে মরণে !
 প্রেমে বহে নদী প্রেমে তরু দেয় ফল !
 প্রেমে উঠে রবি শশী নক্ষত্র সকল !
 যোগ যাগ তপস্তা প্রেমের সব হেতু
 সংসার সাগর পারে প্রেম মাত্র সেতু !





বিরহ ।

—:~:—

সাধে কি লো, কান্দি বন্ধে, হৃদয় যে করে,—
অসহ বিরহ জ্বালা, সহিতে না পারি ;
তোতেই চুপে কথ্য, কহি যে তোমারে,
সহিতে অক্ষম এবে মরি যে গুয়ারি ।

চল যাই নিধুবনে, জুড়াই জীবন,
গোপী বঁহু সহিত কালা খেলিতেন যথা,
জীবন শীতল হবে, হেরি সে কানন,
গুনিব কি কভু আর সে মধুর কথা ?

আসিয়া এ নিধুবনে অল জলে যায়,
বিপিন যেমন দহে, দাবানলে সখি,
সহিতে না পারি আমি, করি কি উপায় ?
জুড়াতে এসাম হেথা, বিপরীত দেখি !

চল যাই রাধাকুণ্ডে, বিপিন-বিহারী,
 শেলিতেন মম সঙ্গে কোতুক করিয়া ;
 স্মারলে সে সব কথা, উহ প্রাণে মরি,
 মরমে অনল সপি, উঠে লো জলিয়া ।

বিবর অনলে সপি, জলিছে অন্তর,
 নিগানিশি অনিবার, সহি বা কেমনে,
 একা নহি, বনস্থিত সকলি কাতর,
 বিচ্ছেদ অনল তাপে, ভেবে দেখ মনে

চল যাই বৃন্দে সপি, যমুনা পুগিনে,
 জুড়াব অন্তর জাগা, হেরি কালো জল
 উজ্জান বহিত যেই, বাঁগী-বব শুনে,
 এখন যমুনা দেখি আঁখি ছল ছল ।

কভু সরোবর তীরে, সজল নয়নে,
 সপি সঙ্গে গিনোদিনী বিষর্ষ হৃদয়ে
 কহিছেন কথা, বসি পদ্মিনীর সনে
 তনিল ছুঃপের কথা গিবা দিত মনে

মাধবীর কাছে গিয়ে শুধু বচনে
কহেন মাধব কোথা, বল দেখি মোরে,
জুড়াব মরম জাগা শুনিয়া শ্রবণে ;
মাধব-সঙ্গিনী তুমি, সুধাই তোমাঝে ।

শ্রামকুণ্ডে শ্রামচাঁদ দরশন আশে,
ছুটিলেন সঙ্গী সঙ্গে ব্যাকুল অন্তর,
ঘন গেরি চাতকিনী যেমন বারি আশে ;
উড়ে আকাশের কোলে পিপাসা কাতর !

বারি বিনা চাতকিনী হতাশ হইয়া
ফিরে আসে শূন্য হ'তে বিষাদিত মনে,
সেইরূপ ফিরি আমি ব্যাকুলা হইয়া ;
দিবানিশি চিন্তি মনে শ্রাম নবধনে ।

গোবর্দ্ধন নিকটেতে কহেন কাতরে,
কহিতে পার কি কোথা গোবর্দ্ধনপাতী,
বাম করে যিনি ধ'রে ছিলেন তোমাঝে ;
কোপেতে দেবেক্স যবে বরষা বারি ।

কহিল না কথা গিরি, বিষাদ গম্ভীর,
 রাধার বিষাদে আজি মুনি ব্রত ধারী,
 পক্ষত আশ্রিত বৃক্ষ, সেই নাড়ি শির ;
 সঙ্কেতে কহিল যেন 'আসোনি মুরারি !'

সরসীর জলে বসি কুমুদিনী ধনী,
 বিরস-বদনে আছে মুদিয়া নয়ন,
 তাহাকে ডাকিয়া কন সুমধুর বাণী—
 তোমার মতন মম দহিছে জীবন ।

নিশানাথ বিনা তুমি যেমন কাতর
 আমিও তোমার মত দুঃখিত হইয়া
 বেড়াতেছি ছুটে ছুটে বিপিন কন্দর,
 যেখানেই যাই, উঠে বিরহ জলিয়া ।

বন উপবন সব অন্বেষণ করি,
 কোথা নাহি পাইলাম হৃদয় রতন,
 বল না কি করি এবে বল সহচরি !
 কেমনে শীতল করি এ তাপিত প্রাণ ।

বুঝছি গেলেন চলি লীলা সাজ করি,
তাজিয়া গোপীর কুল বৃন্দাবন ধাম,
বালক রাখালগণে ঠিঠুর ঐহরি ;
মা যশোদা পিতা নন্দ ঐদাম সুদাম ।

আমি তাঁর প্রিয়-সখী, জানিতেন তিনি,
প্রাণের সমান তাঁকে তুষিতাম সখি
খেলিতাম তাঁর সনে, হ'রে প্রমোদিনী,
মধুর বচনে তিনি করিতেন সুখী ।

একদিন চিদানন্দে আলিঙ্গন তরে,
ফুলশয্যা করিলাম আনন্দিত হ'য়ে
নাড়ি বঁধু আসিলেন আমার কুটিরে,
আশাতে যামিনী গেল প্রভাত হইয়ে ।

প্রভাতে আসিয়া হেথা দেন দরশন,
মানেতে হইয়া হত, অজ্ঞানের মত,
কুবচনে কত আমি করিছু বর্ষণ,
অচলের মত সঙ্ক করিলেন যত ।

সেই হেতু ঘৃণা করি গোলোকের মণি,
 ত্যজিলেন আমা সবে, সহ বৃন্দাবন,
 মথুরাতে গেলা চণি করি অনাধিনী,
 রহিলাম বারি ছাড়া মীনের মতন ।

উহঃ যে মরমে মরি স্মরি পূর্ব কথা,
 কেমনে পাশরি তাঁরে ভাবি তাই মনে ।
 প্রেম-স্বপ্নে জীবন যে ছিল মম গাঁথা,
 পুড়ে ভস্ম হ'ল এবে বিচ্ছেদ আগুনে ।

গোষ্ঠেতে ঘাটয়া কন রাধা বিনোদিনী,
 গাভগণে ভিজাসেন কোথা সে মুরারি
 মোহিত তটতে ধীর বাণীরব শুনি
 মাথাতে মোহন চূড়া পীতধড়াধারী ।

তোমরাও শোকাভরা আম'র মতন,
 পীড়নের মর্ম্ম বোঝে পীড়িত যে জন,
 বৃন্দাবন-চন্দ্র বিনে শ্রুগ-বৃন্দাবন,
 হ'মেছে হায় রে আশি হুঃ ধর নিলয় ।

কর্ণধ্বন্যে ভাগ্যচক্র সদা আবর্তিত
আবর্তনে সুখ দুঃখ করে গতাগতি
দেব নর সকলে কর্ণেরে অছুগত,
বিধিও বোধিতে নারে বিধির নিয়তি ।

ঈরাম হবেন রাজা পোহাইলে নিশি
আমলক লাগরে মগ্ন অযোধ্যা ভুবন,
জটা ধরি' ঈরাম হ'লেন বনবাসী,
পুত্র শোকে দশরথ তাজিলা জীবন ।

মহেন্দ্র কহিছে রাধে সহ কিছু দিন,
শত বর্ষ ঈদামের শাপ হ'লে শেষ,
আবার মিলন হবে বিচ্ছেদ-বিহীন,
দুঃখ অস্তে সুখ নব ভুঞ্জিবে বিশেষ ।





চক্ষের জল ।

—:~:—

দক্ষ প্রজাপতি, দেব-যজ্ঞে লজ্জা পেয়ে
আরম্ভিলো মহাযজ্ঞ আনন্দিত হ'য়ে,
পাগল জামাই শিবে দেখিব এবার,
শিগানীর কথা মুখে আনিব না আর ।
শিবচীন যজ্ঞ দক্ষ করিল উল্লাসে
ত্রিভুবন নিমন্ত্রিল না কৈল কৈলাসে ।
শিবচীন যজ্ঞ গুনি নারদ কবিল
এ যজ্ঞ হবে না পূর্ণ মনেতে জানিল ।
কৈলাসে যাইয়া তবে ভবানীকে করি
দক্ষবালা করিলেন যা'বেন নিশ্চয় ।
নন্দি যাইবেন এবে ভবানীর মনে
ভসের ভাবনা নন্দি মনে মনে জানে ।
দক্ষালয়ে গিয়ে সতী শিব-নিম্না গুনি
নিজ দেহ ত্যাগিলেন হ'য়ে বিবাহিনী !

দেপি নন্দি শোকে তাপে শাপিল দক্ষেরে
 যজ্ঞ পণ্ড হনে, আর ছাগ মুণ্ড পরে ।
 রক্তবর্ণ চক্ষু মন্দি, ভীম শূল করে,
 নন্দির চক্ষেতে জল ঝর্ ঝর্ ঝরে ।
 দশরথায়ুজ রাম অযোধ্যা ভুবনে
 নৈকুণ্ঠ হইতে আসি দেবারি নাশনে,
 উদিত হইয়া শোভে কৌশলার কোলে
 হেম কাস্তি বৃক্ষে যেম নীলমণি দোলে ।
 রামেরে নেহারি যত পুরবাসিগণ
 ভক্তিতে স্নেহেতে পূর্ণ সকলের মন,
 দশরথ বৃদ্ধ এবে রাম রাজা হবে
 প্রকাগণ পুরবাসী আনন্দিত সবে
 কেবল বিষন্ন মনে দেবতা অস্থির,
 রক্ষোভয়ে বিকম্পিত সতত শরীর ।
 ক্রুরপে পাঠাবে বনে রাজীবলোচনে
 ধুক্তি করি সবে গেলা বীণাপাণী স্থানে ।
 না লভেন রাজ্য রাম, যেন ঘাম বন
 হেন কার্ণ্য বাক্যদেবী কর সংঘটন ।
 মহারা কেকয়ী মুখে আবিভূক্ত হ'য়ে,
 সাধিলেন দেবকার্য্য প্রফুল্ল হৃদয়ে ।

রাম সীতা লক্ষ্মণ সহিত বনে যান
 দশরথ পুত্র শোকে ভাঙিলেন প্রাণ ।
 সুমিত্রা কোশল্যা দেবী, ব্যাকুল অন্তরে
 উভয়ের নেত্রে বারি ঝরু ঝরু ঝরে ।
 খেঁচা নাকি সূৰ্পণখা মাটিবারে বাদ
 রাবণে কহিরা শেষে বাগদাদ প্রমাদ,
 সূৰ্পণখা গচনেতে নিকষা নন্দন
 অলঙ্ঘ্য সাগর পায়ে করিল গমন,
 সীতাকে হরণ করি রথে আরোহিরা
 অশোক কাননে রাগে লঙ্কাতে আনিয়া
 বাদ যথা কুরঙ্গিনী অগেতে বেড়িয়া,
 সাবদানে রাগে সদা প্রকুল হইয়া ।
 বিবাদে মনের খেদে শোকাকুল হ'য়ে
 কাঁদেন যে সীতা সতী বিষম ক্ষদয়ে.
 লক্ষ্মণের কেবা শোনে দুঃখিনীর বাণী
 না শুনে দেবগণ, না শুনে ধরণী,
 শোকেতে অদীরা সীতা অশোকের বনে
 হা রাম লক্ষ্মণ কোথা বলেন বনে,
 রাবণ কিস্করী বহু রাক্ষসীরগণ
 সীতা সতী প্রাণ করে ত্যাগ ভৎসন,

চেড়ীদের তাড়নায় শোকের আলায়
 কুমারী কনকলতা ধূলাতে লুটায়,
 গিরগিরে বন্ধ মুখে বাক্য নাহি সরে,
 যুগল নেত্রিতে বারি ঝর্ ঝর্ ঝরে ।
 অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুল পতি
 সঞ্জয়ের কাছে নিত্য শোনে ভারতী,
 যুদ্ধের বারতা নিত্য ঘটঘে গেমন
 সঞ্জয় সকল তব করেন জ্ঞাপন ।
 জয়দ্রথ পত্নী শোনে গবাক্ষে থানিয়া,
 ক্রন্দন করেন শুনি বিষম চাইয়া ।
 সুভদ্রা তনয় ঘবে অভিমুখ্য মরে
 দারুণ শোনেতে পার্থ অঙ্গীকার করে,
 কল্য জয়দ্রথে আমি নাশিব, নিশ্চয়,
 সাদিব এ কার্য্য সূর্য্য অন্ত নাহি হয় ।
 শুনিল এ কথা সতী দুঃশলা সুন্দরী
 ভয়েতে চকিতা অতি, উপায় কি করি,
 জয়দ্রথ কাছে সতী বিনয় করিয়া
 কহেন কাতরে দেখ বিচার করিয়া,
 কোরব কিসের প্রিয় তব কাছে হয়
 পাণ্ডুগণ তব কাছে আশ্রয় কি নয়,

অভিমুখ্য বালক তাহারে বধ করে,
 ভাসাইলে পাণ্ডুগণে অকুল সাগরে ।
 শোকেতে অধীর মাথে করাঘাত করে
 যুগল নেত্রেতে জল ঝর্ ঝর্ ঝরে ।
 শরদ আকাশে যথা শোভে শশধর
 গেই রূপ হৃদাশে শোভিত আমার ;—
 যখন হিলাম আমি আশোদের ভরে
 পুত্র কন্যা মন-জনে ল'য়ে মিজাগারে ।
 দারা স্মৃত বিষয় বৈভব আছে যত,
 সদানন্দে মন তৃপ্তি হ'ত অনিরত ।
 শুনিলাম স্মৃত মুখে নধুমাখা কথা
 সে সব স্মরিলে এবে মনে পাই ব্যথা,
 এখন বিদেশে থাকি অন্তর আমার
 শোকেতে অধীর হ'য়ে করে হাহাকার ;
 সদাসন্দ মন মম নিরানন্দে থাকে
 বন্ধুগণ সদা থাকি সুধাই বা কাকে,
 বিচ্ছেদ বাড়ানিল হৃদে সদা জলে
 জগেতে নির্বাণ নহে জল মধ্যে জলে,
 কেবল আশার আশে এ প্রাণ রেখেছি
 ভুঞ্জিতে বিধির নিধি প্রতীক্ষায় আছি,

অরিগে সে সব কথা উছ প্রাণে মরি,
অসহ দাক্ষণ জালা সহিতে না পারি,
বিদেশেতে থাকি আমি সদা হুঃখ ভরে,
যুগল নেত্রিতে বারি ঝর্ ঝর্ করে ।

—:~:—

লক্ষ্মণের প্রতি সূৰ্পনাথ ।

—:~:—

কেম হে যুবকবর ! এ ঘোর বিপিনে
বার্দ্ধক্য পর্ণের শাণা নিষাদিত মনে ?
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ গঠন স্ফুটাম
এ হেন রহমে কেন বিধি হ'ল বাম ?
তব পঙ্কজ পুণ্যগতী এ পৃথ্বী মাঝারে
স্বকৃতির ফলে সেই বয়েছে তোমারে ।
ধৌবনে ছাড়িয়া তোমা হেন গুণমণি
কেননে যামিনী হায় যাপে সে রমণী !
ধস্ত তুমি যোগিবর নবীন বয়সে
নবীনা রমণী ছাড়ি ভ্রম বনবাসে !
ভাবে বুঝি সে রমণী জানে না প্রণয়,
তাই কি যোগীর বেশ বল রসময় ?

কেন হুঃম বঁধু, ভবে নাই কি এমন
 তুমি যথা রসময় রসিকা হেমন ?
 দশরথ মহারাজ—তুমি পুত্র তাঁর,—
 রূপে গুণে বীরধর্ম্যে বিখ্যাত সংসার !
 হেন তুমি বনবাসী পরাণে কি সয়
 আকাশে বিধুর স্থান ভূমিতলে নয় ।
 এস বঁধু হৃদাকাশে প্রেমের আধার
 এস বিধু আসি নাশ বিরহ-আধার ?
 হেরিয়া তোমার রূপ বাঞ্ছা দাসী হই,
 স্নেহে হুঃখে সদা পাশে ছায়ারূপে রই !
 রাজভোগে আমি আর তুমি বনবাসে ;
 প্রাণ ধরি দাসী তা কেমনে ভাল বাসে ?
 আমার দেবার তরে কত দাস দাসী,
 তুষিতে আমার তারা রত দিবানিশি !
 অমূল্য চন্দন চুয়া অলঙ্কারে লেপন
 মণি মুকুট খচিত অপূর্ণ আভরণ ।
 হেম ঘরে রতন পালকে রাজ-সুখ
 কিছুই লাগে না ভাল চাহি তব মুখ !
 লঙ্কার রাবণ রাজা অতুল-বিক্রম
 দাসরূপে সেবা করে ইন্দ্র অগ্নি যম !

স্পর্শ নাম আমি তাঁহার ভগিনী
 নিখিল রাফস মাঝে আমি আদরিণী !
 ভূতলে অতুল রূপ অতুল যৌৱন
 কে আছে অতুল করে দিব এ রতন ,
 এত দিনে বিধি বুঝি প্রসন্ন আমার,
 মিলাইলা গুণমণি আনিয়া তোমায় !
 আমি রসময়ী তুমি রসের সাগর
 আমি কমলিনী তুমি রসিক ভ্রমর !
 ভারত ল'য়েছে রাজ্য তাতে নাহি ক্ষতি .
 বরহ আমারে তোমা করিব ভূপতি ।
 ইন্দ্রের ইন্দ্র দিব, কুবেরের ধন
 আমি তব রাণী হ'য়ে যোগাইব মন ।
 কত দাগ দাগো দিব ঘেমন বাসনা,
 স্মৃষ্টি স্রবাহ ভোগে তুষিবে রসনা ;
 উলসী মেনকা রক্তা স্বর্গের রূপসী,
 যাদ তব মন তাতে হয় অভিলাষী ।
 সে অভাব পূরাইব আমি কামরূপা—
 এস গুণমণি দাসী প্র'ত কর কৃপা !
 ভাঙ্গ ছে বঙ্কল বাস ত্যজ জটাভার
 ও রূপে ওরূপ সাজে কি তোমার ?

ମର ପଟ୍ଟବାସ ଅଜେ ମର ଆଭରଣ—
 ଏମ ଦାସୀ ପାଶେ ସିନ୍ଧୁ, ଅଶ୍ରୁ ଚନ୍ଦନ—
 ମାଧାବ ଶରୀରେ, ଗାନ୍ଧି ପାରିଜାତ ହାର—
 ପରମର ବନ୍ଧେ ନାଥ ଦୋଳାବ ଚୋମାର !
 ଶ୍ରୀଭୁବନେ ସେ ଅଳ୍ପ ଶୁଭ ଦେବ ନରେ
 ବ୍ରହ୍ମର, ଦାସୀ ହ'ବେ ଭୁଜାବ ଚୋମାରେ !
 ସନ୍ନାସୀର ବେଶେ ଯଦି ଥାକିତେ ବାସନା ;
 ସନ୍ନାସିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କରିବ ଉପାସନା ।
 ଅନୁମତି କର ସିନ୍ଧୁ, ସନ୍ନାସିନୀ ସାଜି,
 ରାଜକୁମାର ରାଜଭୋଗ ରାଜପୁର ଡାକି,
 ଟାଟର ଚିକୁରେ ଯୋର ଶୁଣି ବିଚିତ୍ର
 ଡାକିଯା ଚନ୍ଦନ ଚୁଆ ବିଭୂତି ମାଗିବ ।
 ଦାସ ଦାସୀ ସବ ଛାଡ଼ି ତବ ଦାସୀ ହବ !
 ରଜେ ତବ ମନେ ନାଥ ଦିବସ ବଢ଼ିବ !
 ଜନରେ ନବୀନ ଶୁଣ ନବୀନ ଯୋବନ
 ଦିବ ଉପହାର ଏମ ପୁରୁଷ ବ୍ରତନ ।
 ସମାନେ ସମାନେ ନାଥ ହୁଅବେ ମିଳନ—
 ଡାକି ଶୁଣି ପଦେ ତାହି କରି ନିବେଦନ !
 ବୁଝିଯା କର ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିହିତ ସେ ହର,
 ସାହିତ୍ୟର ବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ସଦାକର ।

নব রসময় তুমি দয়ার নিধান,
 শরণাগতায় সখা রক্ষা কর প্রাণ !
 প্রাণ মান কুল শীল করি বিসর্জন,
 করিহু কেবল সার তোমার চরণ !
 তোমার কারণে বঁধু হৈহু সৰ্ব্বত্যাগী,
 দয়াময়, হইও না নারী বধ ভাগী !
 আর কি বলিবে দাসী—বুঝ নিম্ন মনে,
 দিন যদি পাই নিবেদিব শ্রীচরণে !

—:~:—

শ্রীগোবিন্দ জীউ ।

—:~:—

প্রণমি যুগল পদে যুগল কিশোর,
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ।
 তোমাতে উৎপত্তি দেব তোমাতেই স্থিতি,
 প্রলয় কারণ তুমি, তুমি হও ধ্বতি ।
 বেদে বলে নিরাকার, ধর্ম তুমি হও,
 স্বাবর জন্ম আদি সর্বত্রোতে রও ।
 সর্ব জীবে আত্মরূপে দেহে অধিষ্ঠান,
 পরব্রহ্ম পরমাত্মা আত্মার নিদান ।

হোমার মাহাত্ম্য প্রভু বর্ণন না যায়,
 গদ তন্ত্র আদি সব পায় পরাজয় ।
 নিগুণ হইয়া তুমি সগুণ কখন,
 নিরাকার হ'য়ে ধর সাকার লক্ষণ ।
 প্রেমভরে ভক্তিভাবে যে পারে পূজিতে,
 তার বাঞ্ছা পূর্ণ কর সাকার ভাবেতে ।
 কোশল্যা যশোদা আর প্রহ্লাদ শ্রীধর,
 বলি ফাল্গুনাদি বীর, ভক্ত যে মানব ।
 জনম নাহিক তব ভক্ত বাঞ্ছা তরে,
 আবির্ভূত হও আসি পৃথিবী মাঝারে ।
 নৃসিংহ রাম কৃষ্ণ বামন অবতার,
 যুগে যুগে কত রূপ ধর বারে বার ।
 যদিও অনন্ত নাম, অনন্ত মহিমা,
 তথাপি ব্রাহ্মণ শাপে রাখিলে মহিমা ।
 সাধিতে দেবের কার্য্য কত রূপ ধর,
 সাধ্য কি বুঝিতে পারে অমর কি মর ।
 ভক্ত বাক্য সতনে রাখিবার তরে
 দেবকার্য্য উদ্ধারিতে জনম অঠরে ।
 ভৃগুপদ, চিত্র বৃকে করিয়া ধারণ,
 রাখিলে ব্রাহ্মণ মাত্ত এ তিন ভুবন ।

ধনু দেব ধনু লীলা দেবতা বাখানে
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে সর্বজন জানে ।
 ছাপর কলির লীলা কিছু বলি আমি
 রাম কৃষ্ণ অবতারে ব্রজে ব্রজস্বামী ।
 সেই পিতা সেই মাতা সব মনে জানি
 নন্দরাজ কশ্যপ যশোদা দ্বিতি রাণী ।
 তব অন্য তরে তাঁরা ফেরেন যুগেতে
 যুগে যুগে তোমা পুত্র ধরেন অঙ্কেতে ।
 পুত্ররূপে যশোদার অঙ্ক শোভা করি
 কত লীলা করিলে যে যাই বলিহারি !
 করিলা সকল লীলা দেব উপকারে
 নির্ভয় করিলে দেবে অরি কংস মেরে ।
 পুরাণে ভারতে আর ভাগবতে বাখানে
 এখন নাহিক আর সে সব বর্ণনে ।
 রাণী সত্যবতী ছিল ধর্ম্মের আধার
 কত পুণ্য কত কীর্তি আছে তঁহার ।
 পুণ্যবলে সত্যবতী গেলা স্বর্গপুরে
 রহিল তাঁহার নাম ভারত ভিতরে ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর দেব দেবী যত
 শ্রদ্ধেছেন যথারীতি ধর্ম্মশাস্ত্র মত ।

তার পর স্বর্ণময়ী স্বর্ণের প্রতিমা
 স্থাপি এই উলিপুরে রাখিলা মহিমা ।
 সত্যাবতী নিয়মেতে পূজিয়া শ্রীহরি
 স্বর্ণময়ী গিরাছেন আনন্দ নগরী ।
 পুণ্যবলে আজি শ্রীল মনোজ্ঞ ভূপতি,
 পূজিছেন প্রকাশিয়া অশেষ ভক্তি !
 শ্রীগোবিন্দ ভূপতির করুন কলাগ,
 ধনে ধর্ম্মে চির সুখী হোন্ মতিমান ।

—:~:—

সমাপ্ত ।



